দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

17

শিক্ষাঙ্গনে

বালিকা মাদ্রাসাগুলো স্টাইপেন্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হোক

নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার সম্প্রতি ৪১২ কোটি টাকার স্টাইপেন্ড দেয়ার ঘোষণা করেছেন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়গুলোর জন্য, নিঃসন্দেহে উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। কিন্তু আমরা বিনীতভাবে আবেদন করতে চাই যে, বাংলাদেশে অনেক বালিকা মাদ্রাসা আছে যেগুলো ছাত্রীদের সাধারণ শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতার কারণে যেগুলোর ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এ বালিকা মাদ্রাসাগুলো চরম অবহেলার শিকার। নারী শিক্ষার স্বার্থে এবং দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির স্বার্থেই মাদ্রাসা বিশেষ করে বালিকা মাদ্রাসাগুলো সরকারের সুদৃষ্টি দাবী করে। তাই সরকারের কাছে মাধ্যমিক মানের বালিকা মাদ্রাসাগুলোকে ঘোষিত স্টাইপেন্ডের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি। আমরা আশা করছি নারী শিক্ষার স্বার্থেই সরকার সুবিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিবেন।

—মুহাঃ মকসুদুর রহমান,
২২, জে সি গুহ রোড,
নন্দন কানন, চট্টগ্রাম।

ভর্তি পরীক্ষা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিতে 'ক' গ্রুপ কম্পিউটার বিজ্ঞানে মাত্র ১০০০ জন প্রার্থীকে নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি দেয়া হবে উল্লেখ রয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বুয়েটে মেধানুসারে তিন হাজার পাঁচশত, বিআইটিতে পাঁচ হাজার জন প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে। সম্প্রতি সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় ও নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের কোন মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই মেধা তালিকার ভিত্তিতে প্রার্থী যাচাই করে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয় না। এমতাবস্থায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় কর্তৃপক্ষ কেন উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমাদের বিনীত অনুরোধ সম্মানিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেন তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। যেমন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের শর্তানুযায়ী অন্ততঃ বাংলায়, ইংরেজীতে ৪০% নম্বর প্রাপ্তিকে বাতিল করেছেন।

—জহুরুল, বিটুল,
৭২, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।